ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও লালচে রেখা রোগের প্রার্দুভাব ও করণীয়

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও ব্যাকটেরিয়াজনিত লালচে রেখা আউশ,আমন ও বোরো মওসুমে ধানের অন্যতম দুইটি ক্ষতিকারক রোগ । বন্যা পরবর্তী সময়ে এ রোগ দুটি বেশী দেখা দেয় । অনেক সময় অতি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার পরে পাতার অগ্রভাগ ফেটে যায় এবং এ রোগগুলোর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় ।

ধানের ক্রিসেক রোগ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়ারজনিত রোগ। বীজতলা থেকে চারা তোলার সময় যদি শিকড় ছিড়ে যায় তখন রোপণের সময় ক্ষতের মধ্য দিয়ে ব্যাকটেরিয়া গাছের ভিতরে প্রবেশ করে। এছাড়া কচি পাতার ক্ষতস্থান দিয়েও প্রবেশ করতে পারে। এ রোগ চারা ও কুশি অবস্থায় দেখা যায়। এ রোগের ফলে প্রথমে গাছটি নেতিয়ে পড়ে, পরে ধীরে ধীরে পুরো গাছ মারা যায়। আক্রান্ত গাছের শিকড়ে চাপ দিলে পুঁজের মতো তরল পদার্থ বের হয় এবং দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ

- ❖ রোগের শুরুতে পাতার অগ্রভাগ বা কিনারায় পানি চোষা শুকনা দাগ দেখা যায় ।
- ❖ দাগগুলো আস্তে আস্তে হালকা রং ধারন করে পাতার অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে ।
- ❖ শেষের দিকে আংশিক বা সম্পুর্ণ পাতা ঝলসে যায় এবং ধুসর বা শুকনো খড়ের মত রং ধারণ করে ।

ধানের ক্রিসেক রোগ

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ

রোগ দমনে করণীয়

১. ঝড় বৃষ্টি অথবা রোগ দেখা দেওয়ার পরপরই ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে ।

২. সুষম সারের ব্যবহার রোগ দু'টি দমনে কার্যকর । বিশেষতঃ ইউরিয়া সার সঠিক মাত্রায় কিস্তিতে করতে হবে ।

৩.রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ডিপিএন সল্যুশন (৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ২০ গ্রাম জিংক সালফেট) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে । তবে থোড় বের হওয়ার আগে এ রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায় ।

৪.পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনো পদ্ধতিতে (AWD) সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে ।

ব্যাকটেরিয়াজনিত লালচে রোগ

- ✓ এ রোগের লক্ষণ পাতার শিরা বরাবর লম্বালম্বিভাবে লালচে রেখা দেখা যায় ।
- ✓ রোগগুলো হালকা হলুদ রঙের এবং ভেজা মনে হয় । সূর্যের দিকে ধরলে দাগগুলোর ভিতর দিয়ে আলো দেখা যায় ।

ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও লালচে রেখা রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

১। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

২। ক্রিসেক আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে পার্শ্ববর্তী গাছ থেকে কুশি এনে লাগিয়ে দিতে হবে।

৩। আক্রান্ত ক্ষেতের পানি বের করে দিয়ে জমি ভেদে ৭-১০ দিন শুকাতে হবে। ৭-১০ দিন পর আবার জমিতে সেচ দিতে হবে।

৪। আক্রান্ত ক্ষেতে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার অথবা ডিপিএন সল্যুশন (৬০ গ্রাম পটাশ, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিঙ্ক একত্রে ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে) প্রয়োগ করলে এ রোগের তীব্রতা কমে যায়।

Citation: Ara A, Bhuiyan MR, Jahan QSA, Hossain M, Mian MS, Khan MAI, Akter S, Monsur MA, Nessa B, Hira MHR, Akter R, Dilzahan HA, Alam MS, Ansari TH, and Latif MA

প্রকাশনা ও অর্থায়নে

পার্টনার প্রকল্প (ব্রি অংগ), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১। ওয়েবসাইট: www.brri.gov.bd

ফোন: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ (তথ্য সহায়তা কেন্দ্র, ব্রি); কপি সংখ্যা: ১০০০০; ব্রি প্রকাশনা নম্বর: ৪১৫; প্রকাশকাল: জুন, ২০২৪